সংবাদ

তারিখ ..24 DEC 2016. ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

হিজলা শিক্ষাকর্তার ঘুষের কাছে মন্ত্রীর সুপারিশ অচল

প্রতিনিধি, উজিরপুর (বরিশাল)

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সংশ্লিষ্ট মহা-পরিচালক ও বিভাগীয় উপ-পরিচালকের প্রত্যেকের তিনবার এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের পক্ষ থেকে চারবার সুপারিশ করা সত্ত্বেও উপজেলা শিক্ষা অফিসারের দাবিকৃত উৎকোচ না দেয়ায় নানা সমস্যার মাঝেও কাঙ্খিত বিদ্যালয়ে বদলী হতে পারেননি এক শিক্ষক।

এ নিয়ে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাটি বরিশালের হিজলা উপজেলার পারেকহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। সর্বশেষ এ ঘটনার প্রতিকার চেয়ে গত ৭ ডিসেম্বর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও পরিচালক প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যার অনুলিপি দেয়া হয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর বরাবরে।

ওই স্কুলের শিক্ষক মাহমুদা বেগমের লিখিত অভিযোগে জানা গেছে, বিভিন্ন সমস্যার কারণে তিনি ২০১৩ সাল থেকে অদ্যবধি তার সুবিধাজনক দক্ষিণ বড়জালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বদলী হওয়ার জন্য সংশিষ্ট কর্মকর্তার কাছে আবেদন করেন। উপজেলা শিক্ষা অফিসার বদলীর জন্য তার (মাহমুদা বেগম) কাছে মোটা অংকের টাকা উৎকোচ দাবি করেন। তার দাবিকৃত উৎকোচ না দেয়ায় অদ্যবধি তাকে বদলীর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এ ব্যাপারে শিক্ষক মাহমুদা বেগমের আবেদনের প্রেক্ষিতে সম্প্রতি সময়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সংশিষ্ট মহা-পরিচালক ও বিভাগীয় উপ-পরিচালকের প্রত্যেকের তিনবার এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের পক্ষ থেকে চারবার সুপারিশ করা সত্ত্বেও উপজেলা শিক্ষা অফিসার সুনীল চন্দ্র দেবনাথ মন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশ উপেক্ষা করে চলেছেন। তার দাবিকৃত উৎকোচ না দিলে মন্ত্রী কেন প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশেও শিক্ষক মাহমুদা বেগমকে বদলী করা হবে না বলেও তিনি (শিক্ষা অফিসার) দম্ভোক্তি করেন।

সরেজমিনে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের বিরুদ্ধে নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক শিক্ষকরা বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি ও ঘুষ গ্রহণের বিস্তার অভিযোগ করে বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহা-পরিচালকের গাড়ির ড্রাইভার আবদুর রাজ্জাকের বাড়ি এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসার সুনীল চন্দ্র দেবনাথের বাড়ি বরিশালের মুলাদী উপজেলায়। একই উপজেলার বাসিন্দা হওয়ায় রাজ্জাকের ক্ষমতার জোরে শিক্ষা অফিসার টানা সাত বছর ধরে একই উপজেলায় কর্মরত থেকে একের পর এক নানা অপকর্ম করে পার পেয়ে যাচ্ছেন। তার দাবিকৃত টাকা না দিলে সকল নিয়ম অনিয়মে পরিণত হয়। অসংখ্য শিক্ষকরা উপজেলা শিক্ষা অফিসারের দাবিকৃত মোটা অংকের টাকা ঘুষ দিতে না পারায় বদলী হতে পারছেন না।

সূত্রে আরও জানা গেছে, শিক্ষক মাহমুদা বেগমের পছন্দের (দক্ষিণ বড়জালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়) বদলী ঠেকাতে শিক্ষা অফিসার তড়িঘড়ি করে শ্রীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক কামাল উদ্দীনকে উক্ত বিদ্যালয়ে বদলীর জন্য স্থানীয় সংসদ সদস্যর সিল ও স্বাক্ষর জাল করা একটি সুপারিশসহ উপজেলা শিক্ষা কমিটিকে দিয়ে নীতিমালা বিরোধী একটি রেজুলেশন করেন। যা সম্পূর্ণ অবৈধ, অনিয়ম ও ষড়যন্ত্রমুলক। এ ব্যাপারে জেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (সাধারন) শেখ মো. আকতারুজ্জামান বলেন, শিক্ষক মাহমুদা বেগমের আবেদনের প্রেক্ষিতে তিনি একটি তদন্ত করে দেখতে পান বদলীর পরিপত্র মোতাবেক সিনিয়র শিক্ষক মাহমুদাকে বঞ্চিত করে উপজেলা শিক্ষা অফিসার অবৈধভাবে জুনিয়র শিক্ষককের প্রস্তাব প্রেরণ করেছেন। তাছাড়া সিনিয়র শিক্ষক মাহমুদা বেগমকে বদলীর জন্য মন্ত্রী, মহা-পরিচালক ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশনা রয়েছে। তিনি উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বরাররে প্রেরণ করেছেন বলেও উল্লেখ করেন।

উপজেলা শিক্ষা অফিসারের নাটকীয়তার ফলে গত তিন বছর ধরে মাহমুদা বেগম উক্ত বিদ্যালয়ে বদলী হতে পারেননি। আর এ কারণেই ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদটি অদ্যবধি শূন্য রয়েছে। সূত্রে আরও জানা গেছে, সম্প্রতিসময়ে শিক্ষা অফিসার সুনীল চন্দ্র দেবনাথ উপজেলার বিভিন্ন স্কুল থেকে তার অনুগত ও সুবিধাভোগী শিক্ষকদেরকে স্কুল চলাকালীন সময়ে অফিসে ডেকে এনে শিক্ষক মাহমুদা বেগমের বিরুদ্ধে আপত্তিকর নানা অভিযোগে আলাদা আলাদা লিখিত অভিযোগ দিতে বলেন। ওই কপি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরনের মাধ্যমে মাহমুদা বেগমকে অন্য কোন উপজেলায় বদলী করার সুপারিশ করা হবে। সাধারণ শিক্ষকরা মাহমুদার বিরুদ্ধে অভিযোগ দিতে রাজি না হওয়ায় পরবর্তীতে তাদেরকেও দেখে নেয়ার হুমকি প্রদর্শন করেন শিক্ষা অফিসার। এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা অফিসার সুনীল চন্দ্র দেবনাথের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করার পর শিক্ষক মাহমুদা বেগমের বদলীর বিষয়ে জানতে চাইলেই তিনি ফোনের লাইন বিচ্ছিন্ন করে তা বন্ধ করে দেন।